সরকারি হিসাব সমীক্ষা সমিতি বা পি. এ. সি. (Public Accounts Committee) : পি. এ. সি.-র কাজ কিছুটা স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির মতো। পি. এ. সি. দেখে যে অর্থ আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তা সঠিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে কি না। অধিকরণ-হিসাবের (appropriation accounts) উপর ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহানিরীক্ষকের (Comptroller and Auditor General) রিপোর্ট পি. এ. সি. বিবেচনা করে দেখে। এর পরীক্ষাকে "Zealous and detailed" হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

গঠন : ১৯২২ সালে পি. এ. সি. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখনও অবধি এটি সমানে কাজ করে চলেছে। এতে official ও non-official—এই দু-রকমের উপাদান থাকলেও প্রথমটি সংখ্যায় নিতান্তই উপেক্ষণীয়। বস্তুত, হালে প্রথম উপাদানটিকে পুরোপুরি বাতিল করে পি. এ. সি.-কে যথার্থই একটি সংসদীয় সমিতিতে পরিণত করা হয়েছে।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম দু-বছর লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতি বছর নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য নিয়ে পি. এ. সি. গঠিত হত। পরে ১৯৫৩ সালে এর সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয় ২২ এবং বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যার পরিবর্তন হয়নি—১৫ জন সদস্য লোকসভা থেকে ও ৭ জন সদস্য রাজ্যসভা থেকে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে সদস্যেরা সংসদ থেকে নির্বাচিত হন। সদস্যদের মেয়াদকাল মাত্র ১ বছর। তবে, প্রথা হল এই যে, তাঁরা আরো ১ বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পি. এ. সি.-র চেয়ারম্যান পি. এ. সি.-র সদস্যদের মধ্য থেকে লোকসভার অধ্যক্ষ (speaker) কর্তৃক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পি. এ. সি.-র চেয়ারম্যান শাসকদলেরই হতেন। এরপর থেকে বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হতে থাকেন। ভোট সমান সমান হলে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দেওয়ার ক্ষমতা আছে। চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে মিটিং-এ অপেক্ষ সংখ্যা (quorum) তৈরি হয়।

কার্যাবলী :

লোকসভার কার্যক্রম ও কার্য-পরিচালনার (১৯৭৭ সংস্করণ) ৩০৮ নং ধারায় পি. এ. সি.-র কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে এইভাবে :

(১) সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অর্থের হিসাব পরীক্ষা করে পি. এ. সি.। ওই অর্থ ভারত সরকারের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া,

Scanned with CamScanner

কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক অর্থের হিসাব ও অন্যান্য নানা হিসাবও পি. এ. সি. পরীক্ষা করে। সংসদের কাছে পেশ করা ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহানিরীক্ষকের (Comptroller and Auditor General) বার্ষিক রিপোর্ট পরীক্ষা করেই পি. এ. সি. এই কাজগুলি করে। পরীক্ষার সময় পি. এ. সি.-কে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে (ক) অর্থ যে খাতে অনুমোদিত হয়েছিল, সেই খাতে দাবি করা ও ব্যয় করা আইনসিদ্ধ, (খ) কর্তৃপক্ষের (অনুমোদনকারী) ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় হচ্ছে, ও (গ) কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষের বিধান অনুযায়ী অর্থ পুনরায় ব্যয় করা হচ্ছে।

(২) রাজ্য কর্পোরেশনগুলির আয় ও ব্যয়ের হিসাব, বাণিজ্য ও উৎপাদনকারী ছক, প্রকল্প ইত্যাদির ব্যালান্সশিট, লাভক্ষতির হিসাব, এগুলির উপর ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষকের রিপোর্ট পরীক্ষা করে।

(৩) স্বশাসিত অথবা আধা-স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে পি. এ. সি.। এই কাজটি পি. এ. সি. হয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে অথবা সংসদের সংবিধি অনুযায়ী করে থাকে।

(৪) যেখানে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষক কোনো রিপোর্ট লেখেন, তখন পি. এ. সি. সেই রিপোর্ট বিবেচনা করে। এছাড়া, মজুত করা অর্থের হিসাবও পি. এ. সি. পরীক্ষা করে।

(৫) যদি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থের বাইরেও একটি আর্থিক বছরের (financial year) মধ্যে কোনো কাজে অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে, তবে তাও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে পি. এ. সি.। যেমন ভালো বোঝে, সেইরকমই রিপোর্ট পি. এ. সি. দেয়।

এককথায় বলতে গেলে, কমিটির প্রধান কাজই হল ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও মহা নিরীক্ষকের সংসদের কাছে পেশ করা রিপোর্ট পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পরীক্ষা করা। সংসদ সাধারণত রিপোর্টটি পি. এ. সি.-র কাছেই পাঠায়। ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষকের সাহায্যে পি. এ. সি. রিপোর্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ব্যয়-নিয়ন্ত্রক

ও মহা নিরীক্ষক কমিটির (পি. এ. সি.) অঙ্গ না হলেও আমন্ত্রিত হলে পি. এ. সি.-র অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ে স্বচ্ছতা কম থাকলে তিনি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। এইভাবে কমিটি তাঁর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পায়। কমিটির অধিবেশন বসার আগেই তিনি সংসদের কাছে যে রিপোর্টটি পেশ করতে চলেছেন, সেটি নিয়ে পি. এ. সি.-র সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বসেন। আলোচনায় রিপোর্টের মোদ্দা কথাগুলি বিশেষভাবে স্থান পায়। বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগের আর্থিক অবস্থা, মর্যাদা, সাহায্য, অনুদান ইত্যাদি নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে মাথা ঘামানোর জন্য পি. এ. সি. কতকগুলি উপ-সমিতি (Sub-committee) বসাতে পারে। যখন এইসব উপ-সমিতিগুলিতে প্রতিটি বিভাগের হিসাব নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা চলে, তখন সেই সেই বিভাগ তাদের প্রতিনিধি আলোচনাসভায় পাঠাতে সক্ষম। হিসাবের বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনার জন্য বা ব্যাখ্যা করার জন্য এইসব প্রতিনিধিরা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারেন। এখানে সরকারের বিভাগ বা দপ্তরগুলির প্রতিনিধিদের অবস্থা ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের অবস্থার তুলনায় কিছুটা অন্যরকম। ব্রিটেনে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবেরা হিসাব আধিকারিক বা Accounting Officer— এই ক্ষমতাবলে পি. এ. সি.-তে উপস্থিত থাকেন। তাঁরা প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে কমিটির অধিবেশনগুলিতে আসেন ও অধিবেশনে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিসহ কথা বলেন।[২]

পি. এ. সি.-র রিপোর্ট পরীক্ষার ফলাফল পি. এ. সি.-র চেয়ারম্যান সংসদে সময়ে সময়ে জানিয়ে দেন। পি. এ. সি.-র কার্যবাহ (proceedings) ও সংস্কারের জন্য তাঁর প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ নিয়ে কমিটির রিপোর্ট তৈরি হয়। সাধারণত সরকার কমিটির সুপারিশগুলি মেনে নেয় এবং তা ইদানীং একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। রিপোর্টের একটি কপি অর্থমন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ও অর্থমন্ত্রক বিভিন্ন মন্ত্রক কর্তৃক পেশ করা বিভিন্ন সুপারিশগুলি রূপায়িত হওয়ার ব্যাপারটি ত্বরান্বিত করে। যদি সরকার কমিটির সুপারিশগুলি রূপায়িত করা একান্ত কঠিন বলে মনে করে, তবে সরকার থেকে বিতর্কিত অংশের সুপারিশগুলি পুনর্বিবেচনা করতে কমিটিকে অনুরোধ জানানো হয়। কমিটি অর্থাৎ পি. এ. সি. যদি সরকারের অনুরোধ না মেনে নেয়, তবে আলোচনার জন্য বিষয়টি সংসদে পেশ করা হয়। কিন্তু এধরনের অবস্থা সাধারণত তৈরি হয় না। সরকার যে ব্যবস্থা নেয়, তা কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কমিটির পরবর্তী রিপোর্টে সাধারণত বিষয়টি স্থান পায়।

Scanned with CamScanner

পরিচালনার ব্যাপারে পি. এ. সি.-র সাধারণ নীতি : ব্রিটেনের পি. এ. সি.-র ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান স্যার অসবার্ট পীক সর্বপ্রথম পি. এ. সি.-র কয়েকটি পরিচালন নীতি উল্লেখ করেন। এগুলি ভারতীয় পি. এ. সি.-র পরিচালন নীতি হিসেবেও স্বীকৃত।

(ক) কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা অর্থ সত্যি সত্যিই ফলপ্রদভাবে ব্যয় করা হয়েছে কিনা, তা পি. এ. সি. অবশ্যই দেখবে।

(খ) আর্থিক নীতিগুলি অর্থ অনুদান ও খরচের সময় অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা-ও পি. এ. সি. দেখবে।

(গ) সমস্তরকম আর্থিক ব্যাপারেই উচ্চস্তরের নৈতিকতা বজায় থাকছে কিনা, তা নিয়েও পি. এ. সি. মাথা ঘামাবে।

(ঘ) কমিটির সদস্যেরা নিজেদের মধ্যে সওয়াল-জবাব ও আলোচনা করতে পারেন। তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করতে পারেন। যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, এই মতবিরোধ প্রকাশ চলতে পারে। কিন্তু একবার ঐকমত্যে (consensus) পৌঁছালে আর যেন দ্বিমত প্রকাশ না পায়। তখন কমিটির সমস্ত সদস্যেরই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা একান্ত কর্তব্য।

(ঙ) পি. এ. সি. যেন পরীক্ষা করে দেখে যে, অনুমোদিত অর্থ জনসাধারণের উপকারের কাজে লেগেছে ও এইভাবে সমগ্র জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে।

পি. এ. সি.-র উপযোগিতা : পি. এ. সি. করদাতাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম মনে করা হয় যার চোখ দিয়ে তাঁরা দেখেন তাঁদের অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। এর গঠন থেকেই বোঝা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র নয়; এতে সমস্ত বড় রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধি থাকেন। অর্থ অনুমোদনের ব্যাপারে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। হিসাব পরীক্ষাকে দলীয় রাজনীতি হিসেবে না দেখে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে দেখা হয়। ভূতপূর্ব লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন : " ... the association of the members of the opposition assures all, that the government spending is going to be scrutinized with no special tenderness."[৩]

সি. এ. জি. অর্থাৎ ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষক পি. এ. সি.-র পরিচালিকা শক্তি বা প্রধান হাতিয়ার। যখন পি. এ. সি. তদন্ত চালায়, সাক্ষীদের জেরা করে

Scanned with CamScanner

ও রিপোর্ট তৈরি করে, তখন তাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করে সি. এ. জি.। সংসদের কর্মীরাও তথ্যাদি যোগান ও তাদের সাজানোর ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত, পি. এ. সি.-র নিজস্ব উপসমিতি, স্টাডি গ্রুপ ইত্যাদি থাকতে পারে।

সরকারি কাজকর্মের প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনার চেষ্টা পি. এ. সি. জন্মলগ্ন থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে। হিসাবের কাজে নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারি আর্থিক কাজে কর্মদক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতাও পি. এ. সি. চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। গণনা বা হিসাব (accounts) থেকে আয়ব্যয় পরীক্ষাকে (audit) পৃথক করে দেখার ব্যাপারটিতেও পি. এ. সি. জোর দিচ্ছে।

পি. এ. সি. যদিও সংসদের অঙ্গ, তবুও আধা-বিচারবিভাগীয় ভূমিকাতেও একে দেখা যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন কাজের জন্য যারা দায়ী, পি. এ. সি. তাদের প্রশ্ন করে।

অধ্যাপক মরিসজোন্‌স্ বলেন যে, পি. এ. সি.-র কৃতিত্ব এখানেই যে তার কাজের ফলে সরকারের আধিকারিকগণ ও রাজনীতিবিদরা (politicians) একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ পান। অফিসিয়ালরা শেখেন কীভাবে জনমতের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। রাজনীতিবিদরা শেখেন কীভাবে গঠনমূলক সমালোচনা করতে হয়।[৪] এই প্রশিক্ষণ বিফলে যায় না এবং পি. এ. সি.-র সদস্যদের অধিকাংশই কমিটির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।

পি. এ. সি.-র অস্তিত্বের সপক্ষে বলা যায় : পি. এ. সি. মূলত একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ পি. এ. সি.-র জনৈক সদস্য বলেন : মনুষ্যচরিত্রে ভয়ই হল সবচেয়ে বড় উপাদান যা একজন মানুষকে সোজা রাখে। পি. এ. সি. একজন সরকারি কর্মচারিকে ভয় করতে শেখায় কারণ তিনি পি. এ. সি.-র প্রশ্নের কাছে যেতে ভয় পান। ভয়ের এই উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন এম. এন. কাউল-ও। তিনি স্মরণ করেছেন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের একজন পি. এ. সি.-সদস্য সত্যমূর্তির কাজের ধরনও। সত্যমূর্তি সম্পর্কে কাউল মন্তব্য করেছেন :

তাঁর সুগভীর পঠন ও সাক্ষীদের বিস্তারিত জেরার মাধ্যমে সত্যমূর্তি সরকারি কর্মচারিদের মনে এনেছেন ভয়। সেযুগের রটনা হল, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা তেমন

Scanned with CamScanner

সুদৃঢ় না হলে বহু সরকারি কর্মচারিই কমিটি মিটিং-এর আগে ছুটি নিতে বাধ্য হতেন যাতে তাদের সত্যমূর্তির জেরায় জেরবার হতে না হয়।[৫]

তবে পি. এ. সি.-র সবচেয়ে বড় অবদান সংসদের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করার ধরনটি। যদিও একথা সত্য যে, রিপোর্টগুলি সংসদে খুব গভীরভাবে আলোচিত হওয়ার অবকাশ পায় না। তবুও, যাঁরা এগুলি নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁরা পূর্ণ সুযোগ পান। রিপোর্টগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। প্রশাসন যেসব অর্থনৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু তার সুরাহা করতে অক্ষম, রিপোর্টে সেইসব ত্রুটি ও তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭) পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে পি. এ. সি. ৪৪৩টি রিপোর্ট পেশ করেছিল। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের মতো বড় খরচের বিভাগগুলিতে প্রশাসনিক আয়ব্যয় পরীক্ষা, কর আরোপনের (taxation) আইন ও প্রণালীতে পরিবর্তন, সমালোচনা, অনিয়ম, অপ্রয়োজনীয় খরচ হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রশাসনকে নতুন রূপ দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আনার প্রচেষ্টা—ইত্যাদি-সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিই পি. এ. সি.-র সংসদে পেশ করা রিপোর্টগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬] পি. এ. সি. রিপোর্টগুলি নিয়ে সংবাদপত্রে আলোড়ন ওঠে। কখনও কখনও একটি রিপোর্ট একটি আত্মতৃপ্ত সরকারি দপ্তরকে আমূল নাড়া দেয়। শুধুমাত্র খরচের ব্যাপারেই নয়, রাজস্ব, নিয়মশৃঙ্খলা, গা-ঢিলে ভাব—সব ব্যাপারেই পি. এ. সি.-র সতর্ক দৃষ্টি। সুতরাং বলা যেতে পারে সংসদীয় গণতন্ত্রে এর shock treatment একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

পি. এ. সি.-র ত্রুটি :

ভারতীয় সংসদের পি. এ. সি. কয়েকটি বাধা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। এগুলি নিম্নরূপ :

(১) সরকারি দপ্তরগুলির অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে পি. এ. সি. মাথা গলাতে পারে না।

(২) ব্যয়ের কোনো বিষয়কে পি. এ. সি. অনুমতি না দিতে অক্ষম। এটি কেবলমাত্র সেই বিষয়টির উপর সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

(৩) সরকারি নীতি বিষয়ক কোনো কিছুই পি. এ. সি.-র এক্তিয়ারে নেই। সরকারি নীতির আওতায় কোনো লেনদেন ইতিমধ্যেই হয়ে

Scanned with CamScanner

গেলে পি. এ. সি. তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে অক্ষম। প্রায়োগিক (technical) অনিয়ম পরীক্ষা থেকে শুরু করে পি. এ. সি. বেহিসেবী খরচ, প্রশাসনিক সংগঠনের ত্রুটি ও বেখাপ্পা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা করে। মনে রাখা জরুরি যে, প্রায়োগিক (technical) ও রাজনৈতিক (political) অনিয়মের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে যা নির্ণয় করা এককথায় অসম্ভব।[৭]

(৪) ১৯৬৪ সালে Committee on Public Undertaking (সি. পি. ইউ.) গঠিত হওয়ার পর থেকেই পি. এ. সি.-র ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

(৫) পি. এ. সি.-র রিপোর্টগুলি মেনে নিয়ে রূপায়ণ করতে শাসনবিভাগ বাধ্য নয়। শাসনবিভাগ রিপোর্টের কোন্ কোন্ বক্তব্যের বিরোধিতা করছে, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারে। সেই মন্তব্য নিয়ে পি. এ. সি.-র পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনা হয়।

(৬) পি. এ. সি.-র সমালোচনার এক্তিয়ার সাধারণত অডিট রিপোর্টের উপর নির্ভরশীল। যদি কখনও তদন্ত হয়, তবে তা পি. এ. সি.-র একার ইচ্ছেয় হয় না। ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষকেরও (সি. এ. জি.) এখানে একটি বড় ভূমিকা আছে। সুতরাং, কমিটির ক্ষমতা নির্ভর করছে সি. এ. জি.-র অডিট পরিচালনার উপর। ওই অডিট রিপোর্ট দুর্বল হলে পি. এ. সি.-র শক্তিও ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে পড়বে।[৮]

(৭) পি. এ. সি.-র সিদ্ধান্তের মূল্য অনেকংশেই নির্ভর করে পি. এ. সি. রিপোর্ট ঠিক সময়ে পেশ করা হল কিনা—তার উপর। প্রায়শই কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, কমিটি ঠিক সময়ে ঠিক বিষয়ের রিপোর্ট পেশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু, এজন্য কমিটিকে দোষী না করে দেখতে হবে কখন বিষয়টি কমিটির কাছে পরীক্ষার জন্য যাচ্ছে। সাধারণত কমিটির কাছে বিষয়টি অনেক দেরি করে পৌঁছয় ও তাই ইতিমধ্যে রিপোর্ট তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে।

(৮) পি. এ. সি.-র পোস্ট-মর্টেমের প্রকৃতির বিরুদ্ধেও সমালোচনার তীক্ষ্ণ আঙুল উত্তোলিত হয়েছে। বলা হয়েছে, সরকারি দপ্তরগুলিতে

Scanned with CamScanner

কথা। এম. ভি. পাইলী তাই মন্তব্য করেছেন : "Unless the Committee's reports can focus attention on the activities of the immediate past, the value and effectiveness of these reports are bound to suffer."[৯]

তবে, এম.এন. কাউল মন্তব্য করেছেন যে, সি. এ. জি.-র রিপোর্ট পেশ ত্বরান্বিত করার নানা উপায় আছে ও এইগুলি অনুসরণ করলে পি. এ. সি.-ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রিপোর্ট পেশ করতে পারবে ও সহজে গুরুত্ব হারাবে না।[১০]

(৯) পরিশেষে বলা যায় যে, কমিটির সংসদে পেশ করা রিপোর্ট নিয়ে সংসদে খুব অল্প সময় ধরেই বিতর্ক ও আলোচনা চলে। বেশির ভাগ মতবিরোধের বিষয়ই সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলি ও পি. এ. সি.-র মধ্যে informal স্তরে ও informal উপায়ে মিটিয়ে নেওয়া হয়। ফলে পি. এ. সি.-র প্রচুর প্রয়োজনীয় প্রস্তাব হারিয়ে যায়। এন. এন. মালয় এবিষয়ে মন্তব্য করে বলেন : ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সকলে জানার বহু আগেই প্রশাসন সংসদের কাছে সেগুলির উত্তর দিয়ে ফেলেছে। সুতরাং, অতীতের ত্রুটি সংশোধন, যাতে ভবিষ্যতে ত্রুটিগুলি এড়ানো যেতে পারে,—এটিই পি. এ. সি.-র মূল উদ্দেশ্য।[১১]

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে পি. এ. সি.-র একটি দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের সূচনায় তৎকালীন লোকসভার অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ হেগড়ে বলেন : পি. এ. সি.-র পেশ করা অসংখ্য রিপোর্ট দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে নবজীবন দিয়েছে। সরকারি দপ্তগুলির প্রচুর ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও পি. এ. সি.-র সুপারিশগুলির ৮০% থেকে ৯০% সরকার গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে : "This is as it should be."[১২]

কিছু কিছু বাধাবিপত্তির মধ্যে কাজ করলেও পি. এ. সি.-কে তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অমূল্য অবদান বলা যায়। অশোক চন্দ তাই বলেন : "Over a period of years, the committee has entirely fulfilled the expectation that it should develop into a powerful force in the control of public expenditure. It may be claimed that the traditions established and conventions developed by the Public Accounts Committee conform to the highest traditions of a parliamentary democracy."[১৩]

Scanned with CamScanner